চিরকুট ২৭

দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির কারনে পাঠকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সময় করে ইন্টারনেটে বিচরনের চেষ্টার কমতি হয়নি। সে কারনে অনেকের লেখা চোখে পড়লেও সময়াভাবে সেটার দিকে নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি – চেষ্টা করবো এবার তার কিছু কিছু দিকে আলোচনা করতে, যা বরাবরই করে থাকি। তার আগে আমার ব্যস্ত তার কারন সমুহের একটা বললে হয়তো পাঠকরা কিছুটা চিন্তার সুযোগ পাবেন।

আমার মা বেড়াতে এসেছিলেন ক্যানাডাতে। ক্যানাডাতে ভিসা পাওয়ার বা মেয়াদ বৃদ্ধিতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। প্রায় নয়মাস পর আমাদের এক আত্নীয়ের সাথে দেশে ফিরে যাবার সব আয়োজন সম্পন্ন হলো। সেই অনুযায়ী অক্টোবরে প্রথম সপ্তাহে এয়াপোর্টে গেলাম সবাই মাকে বিদায় দিতে। গিয়ে সবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম। ইমিগ্রেশন থেকে বলে দিল – তার যাওয়া হবে না। এ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ।

কারন হিসাবে প্রথমত বলা হলো মা'র লিগ্যাল ভিসা নেই ক্যানাডাতে। আমি দেখালাম ইমিগ্রেশন মন্ত্রনালয়ের বৈধ ভিসা। বলা হলো – এটাতে ছবি নেই – সুতরাং লন্ডনে এটাকে গ্রহন করা হবে না – যা ক্যানাডা সরকারের সমস্যা, ইংলেন্ডের নয়। পরে অনেক চাপ দেবার ফলে বলা হলো – মা ক্যানাডাতে ৬ মাসের বেশী থেকেছে সুতরাং তার ট্রানজিট ভিসা ছাড়া লন্ডনে নামতে দেওয়া হবে না।

যা হোক বাসায় ফিরে আসলাম। মা, রাগে আর অপমানে আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। আমি আর কি করি – দোষ স্বীকার করে বৃটিশ এ্যমবেসীতে ফোনের চেষ্টা করতে লাগলাম। সেখানে কেহ ফোন ধরে না – ভয়েজ মেইল থেকে বলা হচ্ছে – তাদের ওয়েব পেজে গিয়ে জেনে নেতে।

অবশেষে – দেখলাম বলা আছে – আমেরিকা বা ক্যানাডা ভ্রমনকারীদের যদি কেহ ইংল্যান্ড হয়ে ভ্রমন করেন তবে তাদের কোন ভিসা লাগবে না। তবে কিছু দেশের নামে নিপাতনে সিদ্ধে বলা আছে (বলাই বাহুল্য বাংলাদেশ আর পাকিস্থান তাদের মধ্যে আছে) যদি সেই দেশের নাগরিকরা ক্যানাডা বা আমেরিকাতে ৬ মাসের বেশী অবস্থান করে তবে তাদের ক্ষেত্রে ভিসা নেওয়া বাধ্যতা মুলক। এ কারন কি? যখন একজন মানুষ আমেরিকা বা ক্যানাডা আসে তবে ভিসা মাফ আর ফিরে যাওয়ার সময় ভিসা লাগবে ?

এ বিষয়ে বৃটিশ দুতাবাসে প্রশ্ন করে ব্যর্থ হয়েছি উত্তর পেতে। ক্যানাডার ইমিগ্রেশনে কথা বলে কোন সদুত্তর পাইনি? পাঠক যদি এর উত্তর জানেন – দয়া করে জানালে বাধিত হবো।

একটা কথা মনে হচ্ছে ঠিক – পৃথিবী বদলে গেছে ৯/১১ এর পর – এখন কোন যুক্তি বা ন্যায়ের কোন যায়গা নেই কোথাও। সবই শক্তির মাপ কাঠিতে। যেহেতু আমেরিকা তার ইমিগ্রেশন আইন কঠিন করছে সেহেতু বৃটেন তাবেদার হিসাবে তা অনুসরন করছে। বিষয়টা হচ্ছে সুর্যের থেকে বালির তাপ বেশী। রাষ্টীয় তাবেদারীতে টনি ব্লেয়ার সরকারের তুলনা বোধ হয় ইতিহাস নেই – তাবেদারী ইতিহাসে নতুন একটা অধ্যায়।

যা হোক পরে শতেক খানেক ডলার খরচের পর বৃটিশ ভিসা নিয়ে মা এখন দেশ আর আমাদের সিদ্ধান্ত কখনও বৃটিশ এয়ারে নাম মুখে আনবো না আর বৃটেন থেকে যতর্দুর দিয়ে ভ্রমন করা যায় সে চেষ্টা করবো ভবিষ্যতে।

(২)

আগের কথা আগে ভাল। চতুর্দিকে যেভাবে আমেরিকার নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে তাতে মনের অনেক কথা চাপা পড়ে যেতে পারে। বিষয়টা হচ্ছে হাবিব সাহেব কে নিয়ে। ভদ্রলোক ইন্টানেট ঘেটে কিছু ছবি যোগার করে তার মধ্য দিয়ে ইসলামকে দেখার একটা কঠিন চেষ্টা করেছেন তা দেখে আমার ছোট ছেলেটার একটা কাজের সাথে বেশ মিল পেয়েছি। আমার ছোট ছেলেটার বয়স ৩। তাকে একদিন দেখি বেলকনির

কাছে দাড়িয়ে উপুর হয়ে দু'পায়ে মধ্যদিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে। সে বেশ আনন্দে পাচ্ছে। সৈয়দ হাবিবুর রহমান কিছু ছবি যোগার করে যেভাবে ইসলাম দেখেছে আমার বিশ্বাস সোজাসুজি চোখে দেখলে আরো ভাল দেখতে পেতেন। হাবিব সাহেবকে হয়তো সেতারা হাসেমের মতো কিছু কঠিন ছবি দেখাতে পারতাম। সেটা করার প্রয়োজন মনে করি না এ কারনে – যে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা হয় সেটা শুধু সামনে দিকে দেখে – মানুষের মতো পিছনের দিক দেখার মতো ক্ষমতা নেই সে যন্ত্রটার । আর সে ক্ষেত্রে পিছনের অনেক দৃশ্য দর্শক বঞ্চিত হয় বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা বিভ্রান্ত হই। এছাড়াও সে ছবিটা মহাকালের একটা মুহুর্তকে ধারন করে যা দিয়ে প্রকৃত ঘটনা, কারন বা ইতিহাসকে উপস্থাপন করা একটা দুর্বলতা – ছবি শুধমাত্র ইতাহাসের একটা ক্ষুদ্র প্রমান হিসাবে না দেখে সম্পূর্ন ঘটনার নির্নায়ক হিসাবে উপস্থাপন শুধু মাত্র ইতিহাস বিকৃতিই নয় – একটা অগভীর ভাবনার প্রতিফলন হিসাবে দেখা দেয়। একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে –ক্যামেরাটা চালায় একজন মানুষ –সুতরাং তার মতাদর্শের প্রতিফলন কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। আমি আপনার সংগ্রহিত ছবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন না তুলেই বলছি – যে ছবি গুলো আপনি দেখিয়ে তার মাধ্যমে ইসলাম দেখাতে চিয়েছেন সেগুলো কিন্তু আপনার মুসলমানদের প্রতি বিদ্ধেষই প্রকাশ পেয়েছে – ইসলামের কোন অংশই প্রতিফলিত হয়নি। তাই বলি ইসলাম বিদ্ধেষ প্রচারে জন্যে যদি আপনি একাজ করে থাকে তাহলে আপনি সফল আর যদি ইসলামের কোন বিশ্লেষনের চেষ্টা করে থাকেন সেটা খুবই হাস্যকর – যেমন আমার ছেলের উপুর হয়ে পৃথিবী দেখার মতো।

আসুন আপনার কয়েকটা ছবি নিয়ে কিছু কথা বলি ঃ

১) ব্যসলান ঃ ব্যসলানের স্কুলে যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে তার নিন্দার ভাষা কারো নেই। এ সাথে কি ইসলাম জড়িত। হ্যাঁ এবং না দুটাই সত্য। হ্যাঁ এ অর্থে যে যারা এ কাজটা করেছে তারা ধর্মে মুসলমান। কিন্তু তারা কি ইসলামের স্বার্থে বা ইসলাম প্রসারে জন্যে এটা করেছে – সে অর্থে না। যদি প্রকৃত ঘটনা জানতে চান আপনাকে দেখতে হবে এটা চেচেনদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসকে। আপনাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে, যেমন –যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙে – চেচনিয়াকে কেন স্বাধীনতা দেওয়া হলো না। কারন চেচনিয়া হচ্ছে ক্রেমলিনের দাবার খুটি। যেহেতু পশ্চিমা মিডিয়া সেখানে যায় না বা যেতে দেওয়া হয় না সেহেতু আমাদের অনেকের দৃষ্টির আড়ালে ঘটে যাচ্ছে অনেক ভয়াবহ ঘটনা। গ্রোজনীর একটাও ইমারত নেই যেখানে রাশান বুলেটের দাগ নেই। মুলত পুটিনের নির্বাচনের একটা খেলা হচ্ছে চেচেন। আর ব্যসলানে সরকারে দুর্বলতাই এত বড় ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ছিল তিন দল অস্ত্রধারী – রাশান নিরাপত্তা বাহিনী, গেরিলারা আর সরকারে উপর আস্থাহীন অভিভাবকরা। অস্ত্রধারী অভিভাবকরা রাশান সরকারের উপর কোন আস্থা না থাকার কারনে প্রথম গুলি ছুড়ে আর এ সুযোগে নিরাপত্তা রক্ষীরা ভিতরে প্রবেশের জন্যে বোমা ফাটায়। যে যাই হোক। একদল মানুষের মুক্তির সংগ্রামকে যখন বিশাল দৈত্যের মতো পদদলিত করা হয় তখন তাদের কাছ থেকে নীতি বোধ আশা করা কি ঠিক?

যদি চেচেন সমস্যাটাকে তাদের জাতীর মুক্তির সংগ্রাম হিসাবে দেখি তাহলে দেখবেন বিষয়টা কত সহজ হবে এবং এ জন্যে আপনাকে ইন্টারনেটে ছবি না খুঁজে চেচেন ইতিহাস খুঁজতে হবে। দয়া করে এটা করবেন কি?

২) ফিলিস্থিন ঃ এর জন্যে বেশী ইতিহাস জানার দরকার নেই। প্যালেষ্টাইন মুক্তি সংগ্রামের মহান নেতা ইয়াসির আরাফাতের কৃতিত্বে পৃথিবীর সকল মানুষের জানা এ ইতিহাস। কঠিন এবং জটিল এ সমস্যাটাকে আমরা সহজ করে এভাবে দেখতে পারি – মনে করুন আপনার বাড়ীতে উচু উঠান দেখে গ্রামের চেয়ারম্যানের চামচা এসে একটা ঘর তৈরী করলো এবং বলল সে সেখানে থাকবে কারন অন্য গ্রামের মানুষরা তাকে বের করে দিয়েছে। গ্রামের ভদ্রলোকেরা বারবার বৈঠক করে এর নিন্দা করলো, কিন্তু চেয়ারম্যান তার চামাচার বিষয়ে অনড়। দখলদার চামচা আপনার ঘরে ঢুকে মাঝে মধ্যে আপনার ব্যবহৃত দা, কুড়াল সব নিয়ে যায় কারন সেগুলো তার নিরাপত্তার জন্যে হুমকী হিসাবে বিবেচনা করে। সে আপনার ছেলেদের মারধোর করে। পৃথিবীর যত ভাল কথা আর ভয় দেখিয়ে চামচার দখলদারী দুর করতে পারলেন না, তখন যদি আপনি আত্ন-সন্মানে অধিকারী মানুষ হন তবে কি করবেন ? আপনি যা করবেন – ফিলিস্থীনিরা তাই করছে। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তাদের উপর জেকে বসে আছে দখলদার ইসরায়েল। ইসরায়েলের পক্ষে জাতিসংঘে এ পর্যন্ত ৩২ টা ভিটো দিয়েছে আমেরিকা। এর মধ্যে আপনারা ইসলাম খুঁজে আনেন কিভাবে? একবারও কি আপনাদের মনে হয়না – ফিলিস্থীনিরা মুক্তিকামী মানুষ।

৩) গলা কেটে হত্যাঃ ইরাকে মানুষকে গলা কেটে হত্যা করছে মুক্তিকামী ইরাকীরা। আপনার কি মনে হয় এটা ধর্মী কারনে করছে? আপনি নিশ্চয় আমেরিকান সুপার "শক এন্ড ও" নামক একটা নতুন যুদ্ধ কৌশলের কথা শুনেছে? আমেরিকাদের আছে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র – যার ব্যাপক ধংস করার ক্ষমতা দিয়ে তাদের বিপক্ষ দলকে শক দিয়ে ভয় পাইয়ে তাদের উপর মনস্তাত্তিক বিজয় অর্জনের একটা কৌশল। ইরাকী মুক্তিযুদ্ধাদের যদি সমান অস্ত্র থাকতো তবে হয়তো তারা এটা করতো না – তারা আমেরিকানদের মতো শক দিতো। যেহেতু নেই তারা তাদের মতো মনস্তাত্তিক যুদ্ধ করছে। আপনার নিশ্চয় মনে আছে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধারা রাজাকারদের ধরে একই ভাবে জবাই করে গাছে উল্টা করে ঝুলিয়ে রাখতো। সেটাকে কি ধর্মী প্রভাবে করা বলে মনে করেন? তবে যদি আপনি কামান, বন্দুক বা বোমা মেরে হত্যা করারটাকে মানবিক মনে করেন সেটা ভিন্ন বিষয়। ইরাকে এ পর্যন্ত এক লক্ষ মানুষ আমেরিকা-বৃটিশদের অন্যায় যুদ্ধে মারা গেল – এটা যদি মনে করেন মানবিক তবে বুঝা যায়, মুক্তমনার আসল সংজ্ঞা কি? তবে প্রাসঙগিক কারনে অভিজিৎ রায়কে ধন্যবাদ দিতে হয় ইরাক আর আমেরিকা সংক্রান্ত সত্য ভাষনের জন্যে। এখানে অরুন্দ্ধতী রায়ের একটা উক্তি প্রাসর্গগিক ভাবে আসে – *" সন্ত্রাসবাদ হলো কুলষিত, কুৎসিত, অমানবিক, যেটা যে করছে তার জন্যেও, যিনি সন্ত্রাসবাদের শিকার হচ্ছেন তার জন্যেও। কিন্তু এটা যুদ্ধই। আপনি বলতে পরেন যে,সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে বিরাষ্টীকৃত যুদ্ধ। সন্ত্রাসবাদীরা যুদ্ধের মুক্ত বাজার। তারা মনে করে সন্ত্রাসের একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রের নয়। মানব সভ্যতা এক ভয়াবহ গন্তব্যের দিকে রওনা হংয়েছে। সন্ত্রাসের একটা বিকল্প অবশ্যই আছে। তা হলো ন্যায় পরায়নতা।"* যে ন্যায় পরায়নতার অভাব আমরা দেখি সর্বত্র। ইরাকে ৪০ বৎসর এক অন্যায় রাজতন্ত্রের পর আবার এক অন্যায় যুদ্ধেলক্ষ মানুষ মরছে, আর আপনারা দেখছেন মুসলমান সন্ত্রাসী সর্বত্র। চেচনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে ধর্ম খুঁজে পান আর আমেরিকান সৈন্যরা যখন ফালুজায় আক্রমনের আগে হলি ওয়ারে শয়তানে মারার জন্যে বাইবেল পড়ে শপথ নেয় সেটাকে দেখবেন গনতন্ত্রের বিস্তার হিসাবে? সেটা কি একটা অন্যায় নয়?

যদি একটু গভীর ভাবে ভাবেন মানুষের জন্যে এবং মুসলমান ধর্মাবল্বীদের মানুষ হিসাবে বিবেচনা করেন তবে আশা করি আপনার ইসলাম দর্শনের জন্যে আর কষ্ট করে উল্টা হয়ে দেখার ইচ্ছাটা কমবে এবং সমস্যাগুলোকে মানবজাতির সমস্যা বলে মনে করবেন।

(৩)

আগে তো ছোট ছেলের কথা বললাম। এবার বড় ছেলের কথা কিছু বলি। প্রথম যেদিন ওকে স্কুলে দিতে যাই- আমার নিজেই সে দিন মনে হচ্ছিল স্কুলে ভর্তি হই। এখানকার স্কুলে শিক্ষা পদ্ধতি এবং বিষয় বস্তু দেখে খুবই কষ্ট পেয়েছি এ ভেবে যে – আমাদের বাল্যকালটা কি ভুল শিক্ষায় কেটেছে। যা হোক আসল কথায় আসি। যখন আমার ছেলে গ্রেড থ্রীতে – একদিন এসে আমাকে ওর স্কুলের হোম ওয়ার্ক ফোল্ডার দিয়ে বললো – আমাদেরকে ওসাথে একটা রাইম পড়তে হবে। এটা টিচারে কথা আপ্তবাক্য মনে করে। সুতরাং আমি গিন্নীসহ বসে গেলাম রাইমটা পড়তে। রাইমটার বিষয় বস্তু হচ্ছে – মানুষের বাহ্যিক আবয়ব – বর্ণ-ধর্ম ইত্যাদি মানুষের পরিচয় হতে পারে না-সবার উপরে মানুষ সমান। কখনো মানুষের বাহ্যিক আবয়ব সম্পর্কে বলতে নেই – এতে মানুষকে অপমান করা হয় ।

সত্যিই অবাক হই যখন দেখি মুক্তমনাদের মাথার মনি একজন ব্যক্তি মাইকেল মুরের মতো একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিকে নিয়ে ঢাকার বস্তীর ভাষায় মন্তব্য করেন। পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে মুক্তমনাদের নমস্য ব্যক্তি কৃষি বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী আবুল কাসেম চৌধুরী (সাঈদ কামরান মির্যা) বুশের বিজয়ে কান্ড জ্ঞান হারিয়ে যে মন্তব্য সমস্ত মন্তব্য করেছেন তা শুধু মাত্র ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের মুখে মানায়। তিনি মাইকেল মুর সম্পর্কে বলেছেন "পেটলা" (মানে পেটমোটা) আর তার বিখ্যাত ডকুমেন্টারী "ফারেনহাইট ৯/১১" সম্পর্কে বলেছেন "হাছামিছা" গল্প। পাঠক মুসলমানদের গালাগালি করতে করতে উল্লেখ্য ব্যক্তি এত বেশী গালাগালিতে অভ্যস্থ হয়েছেন যে- এখন তিনি গালাগালিতে আর স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করেন না। আর তারইবা দোষ কি, বুশ প্রশাসন যেখানে এক সাগর মিথ্যার মধ্যে আমেরিকানদের ভাসিয়ে ইরাকে লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করার পর আবার বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন – তখন ব্যক্তিত্বহীন এবং শিকড়হীন মানুষ হিসাবে সত্যমিথ্যার পার্থক্য করতে পারাটা কষ্টের বটে। পাঠক, একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন – আমেরিকা

হচ্ছে মামলার দেশ, পান থেকে চুন খসলেই একজন আরেক জনের নামে মামলা করে দেয় – সেখানে মাইকেল মুর তার ছবি প্রদর্শন করার বছর খানেক অতিক্রান্ত হওয়া পরও কারও পক্ষে বলা সম্ভব হলো না ওটাতে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাহলে অতি উৎসাহী আর দালাল কি সমার্থক শব্দ? একটা গ্রেড ফোরের ছাত্রকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় – ডক্টরেট ডিগ্রী নেবার সময়কি সে শিক্ষা টাকে ভুলে যেতে হয়। মানুষের বাহ্যিক অবয়ব নিয়ে কথা বলা যে বর্নবাদ আর বর্ণবাদীরা পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃনিত হালে আমেরিকান খোরশেদ আলম চৌধুরীকে কি কোন মুক্তমনা বলে দেবেন এ সহজ কথাটি।

যখন "মুখোশ" সিরিজে প্রথম কামরান মির্যার মুখোশ উন্মোচন করি তখন সবাই হই চই করে উঠলো – বললো এটা ঠিক না। ভদ্রলোকের আছেই তো একটা মুখোশ, যার মাধ্যমে তিনি তার স্বজাতি বিদ্বেশী মুখটাকে ঢেকে রেখে মুক্তমনাদের সভায় মধ্যমনি সেজে বসেছিলেন। এখন তিনি নিজেই সমগ্র বস্ত্র উন্মোচন করে দাড়িয়ে আছেন – মুক্তমনারা কি এবার লজ্জা পাবেন? এখনও কি আপনাদের সন্দেহ আছে তিনি একজন আত্মবিসৃত স্বজাতি বিদ্বেষী মানুষ, যাকে শুধু মাত্র পার্থিব সম্পদ দিয়ে ক্রয় করা যায়। আমেরিকা তার ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করেছে বলে তিনি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ভুলে বুশের মিথ্যার তেজারতি করেন – যদি সৌদী আরবও তাকে এ ব্যবস্থা করে দিতো তিনি তাদের পক্ষে দালালি করতে দ্বিধা করতো না বলেই মনে হয়। ডঃ জাফরউল্লার লেখার পড়ার পর নিশ্চয় মুক্তমনার এবার লজ্জা পাবেন এ ভেবে যে এতোদিন শিব ভেবে কিভাবে বানরের পুজা করলাম, কিভাবে একজন মানবতা বিরোধী, সংকীর্ণমনা, রেসিষ্টকে মুক্তমনাদের শিরোমনি হিসাবে বিবেচনা করে নিজেদের ছোট করলাম!

(৪)

লেখাটা যখন আগাচ্ছে তখন সাঈদ কামরাস মির্যা আবার তার ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে শুনালেন পাঠকদের। এবারের বিষয় রমজান মাসে বাংলাদেশে মানুষ কি করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বভাবসুলভ ভাবে মুসলমাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে শেষে উপসংহারে বলেছেন – " সদালাপের ইসলামিষ্টরা কি বলেন"। সুতরাং আমাদের কথা শুনতে চান আপনি -ভাল কথা। আপনার লেখাটা পড়ে বেশ মজা পেয়েছি। একই বলে জ্ঞানীর পরকাষ্ঠা। একটা কথা তো আগেই বললাম- আপনার যে এজেন্ডাটা অর্থাৎ মুসলমান, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার করা – সেটা ভাল ভাবে করেছেন এটাতে। তবে রমজানের মজেজা বা ধর্মীয় আলোচনা হিসাবে এটাকে কিভাবে বিবেচনা করবে সেটা পাঠকই ভাল বলতে পাবেন। এ লেখাতে যে সমস্ত পরিসংখ্যান দিয়েছেন যার সম্ভবতঃ কোন ভিত্তি নেই । এ গুলিও কি আপনার স্বপ্নে পাওয়া – যেমনটা পেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে। সমস্যা হচ্ছে আপনার সব স্বপ্নই স্বপ্ন নয়, কিছু কিছু দঃস্বপ্ন বটে – যেমন ইরাক বিষয়ক স্বপ্নটা। না হলে আপনি নিশ্চিন্তে পীরিলী ব্যবসাটা খুলে বসতে পারতেন। আপনার এ ধরনের লেখা আপনাকে ইসলাম বিদ্বেষীদের আরো হাততালি পেতে সাহায্য করবে। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, আপনার অর্থনীতি বা সমাজের বিকাশ সম্পর্কে কোন ধারনা নেই এটা । এই লেখাতে সেইটা পরিস্কার হয়েছে। একদিকে আমেরিকান চরম ভোগবাদী সমাজের সমর্থন করে বাংলাদেশের মানুষকে ত্যাগী হতে উপদেশ দেবেন এটা কি ঠিক? বাজার অর্থনীতিতে যার ক্ষমতা আছে সে তত ভোগ করবে সেটাইতো নিয়ম। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালের ভয়াবহ হত্যাকান্ডের পর আমেরিকান মডেলের গনতন্ত্র প্রতিষ্টিত হয়েছে – যা মানুষকে ভোগের সুযোগ করে দিয়েছে। যেমনটা রাশিয়াতেও হয়েছে। একমাত্র সোস্যালিজমে সমাজের মানুষের সম্পদের সুষম বন্টনের সুযোগ থাকে – ক্যাপিটালিজমে নয়। অন্যদিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ত্যাগী হওয়ার সুযোগ থাকে ধর্মীয় কারনে। যতটুকু জানি আপনি দু'টাই বিরোধী। শুধু মাত্র সমালোচনার জন্যে জন্যে একবার এদিক আবার অন্যদিকে বিচরন আপনার মতো আত্মবিসৃত মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তবে একটা অনুরোধ থাকলো, লিখা থামাবেন না, কারন আসরে একজন ভাঁড় না থাকলে আসরের সৌন্দর্য্য থাকে কই?

(৫)

ফতোমোল্লা আবারো একটা ভুল তথ্য দিয়েছেন পাঠকদের। তিনি বলছেন – " গত সপ্তাহে ক্যানাডিয়ান রেডিওতে শুনলাম, এক সপ্তহেক্যানাডার ইমিগ্রেশনের জন্য আবেদন

পড়েছে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজারের মত।' (খ্রীষ্টান জামাতির ভাইরাস) - আসলে তথ্যটা হবে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার হিট হয়েছে ইমিগ্রেশন ক্যানাডার ওয়েব পেজে। আবেদন করা আর ওয়েব সাইটে যাওয়া নিশ্চয় এক নয়। রয়টারে খবর "On an average day some 20,000 people in the United States log onto the Web site, www.cic.gc.ca -- a figure which rocketed to 115,016 on Wednesday. The number of U.S. visits settled down to 65,803 on Thursday, still well above the norm.
(http://www.reuters.co.uk/printerFriendlyPopup.jhtml?type=topNews&storyID=616225)
মাত্র সপ্তাহের ব্যবধানে আপনারা যদি একটা তথ্য এভাবে নিজের মতো বনিয়ে বলেন তবে ১৪০০ বৎসরে আগের গল্পগুলো যেভাবে বলেন তাতে সত্যি আর মিথ্যার মিশ্রন কতটুকু আছে একমাত্র বিধাতাই বলতে পাবেন। তবে আপনাদের একটা সুবিধা আছে, ১৪০০ বৎসের আগের ঘটনাবলীর কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী নেই, সুতরাং আতেঁল হওয়ার জন্যে এর থেকে সুবিধাজনক বিষয় বস্তু আর কি হতে পারে।

(৬)

পৃথিবীতে বর্তমান কালের সর্বশেষ জননেতা ইয়াসির আরাফাত আর নেই। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে কাজটা ইসরায়েল এবং তার মিত্ররা করতে চেষ্ঠা করেছে তা হলো প্যালেস্টাইন নামক একটা জাতির অস্থিত্বকে পৃথিবী থেকে বিলীন করে দিতে। যার ধ্বনি সাবেক প্রধান মন্ত্রী গোল্ডামায়ার কণ্ঠে শুনা যায় - ওরা আরব, প্যালেস্টাইন বলতে কোন কিছু কখনও ছিল না এবং গত সপ্তাহের টিভি অনুষ্টানে ড্যানিয়েল পাইপের মুখে তার প্রতিধ্বনি শুনি - ওরা আরব বা মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিলে ভাল থাকবে। এই অবস্থায় ইয়াসির আরাফাত তার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে যা করেছে তার মধ্যে প্রধান কাজটা হলো প্যালেস্টাইনী জাতিসত্তাকে একটা প্রতিষ্ঠিত জাতি হিসাবে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করা। যার প্রতিফলন দেখি তার পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্র তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে। একজন রাষ্ট্রবিহীন নেতার জন্যে এই বিরল সন্মান কি প্যালেস্টান জাতির অস্থিত্বরে একটা বড় স্বীকৃতি নয়? এখানেই আরাফাতের সাফল্য। আরাফাতের মৃত্যুর পর পশ্চিমা মিডিয়াগুলো আরাফাতে ঘটনাবহুল জীবনের থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরানোর জন্যে তার সম্পদের হিসাব নিয়ে বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেছে। একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার একজন স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা তার একাউন্ট অডিট কারবেন আমেরিকান/বৃটিশ অডিট ফার্ম দিয়ে - এধরনে চিন্তা যাদের মাথায় আসে তাদের মেধার স্বল্পতার জন্যে দুঃখ করা ছাড়া আর কিছু বাকী থাকে না। যা হোক, এটা নতুন কিছু না, যখন শেখ মুজিবর রহমানকে নিশ্চিহ্ন করা দরকার ছিল - তখন আমরা দেখেছি তার সম্পদের যে হিসাব "গনকণ্ঠে" আর "হক কথা"য় প্রচারিত হয়েছে তার মৃত্যর পর কোন সরকারকে সে সম্পদের হিসাব দিতে দেখা যায়নি। কিন্তু এরশাদের সম্পদ নিয়ে পশ্চিমকে কোন চিন্তিত হতে দেখা যায় নি, কারন এর বড় অংশই চলে আসবে তাদের ব্যাংকে। এভাবে সকল জনমানুষের নেতাকে সাধারন থেকে বিচ্ছিন্ন করার এটা একটা পুরানো কৌশল। আর অতি আমেরিকান কিছু বাঙালী সেটাকে প্রচার করে একজন জনমানুষের নেতাকে হেয় করে একটা জাতিগোষ্ঠীর মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহনের মাধ্যমে তাদের বিবেকহীন পুজিবাদের তাবেদারীটাকেই আবার আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

(৭)

আজ ঈদের দিনে পাঠকদের জানাই শুভেচ্ছা। বিশেষ ভাবে স্বরন করি ইরাকের মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারন মানুষদের যারা পুজিঁবাদীদের প্রলম্বিত লোভী জিহ্বার লেলিহান শিখায় তাদের জীবন দিয়েছেন। আশা করি তাদের এ ভয়াবহ অবস্থার অবসান হবে অচিরেই।

সবাই ভাল থাকুন।

আ.স.ম জিয়াউদ্দিন
টরন্টো, ক্যানাডা

নভেম্বর ১৩, ২০০৪